সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬৯
WEEKLY BOOKLET:371

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" কিতাবের একটি অংশ:

রাসূলের রওযা

সম্পর্কে মনোমুগ্ধকর তথ্য



জান্নী মেহরাবের ইতিহাস ০৮
গম্বুজ শরীফের রিঙ্গির রং ১৪
সবুজ গম্বুজ কখন নির্মাণ করা হয় ১৩
মসজিদের মেহরাবে কয়টি মেহরাব রয়েছে? ২২

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রাসূলের রওযা সম্পর্কে মনোমুগ্ধকর তথ্য

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই **"রাসূলের রওযা সম্পর্কে মনোমুগ্ধকর তথ্য"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে রাসুলের রওযায় আদব সহকারে হাজিরী দান করো এবং তাকে তার পিতামাতা সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদে পাকের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, যার সকল সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা রয়েছে, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে, সে আমাকে তার ও তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে, বলে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি এই মূহুর্তে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মুসনাদে বাযযার, ৪/২৫৫, হাদীস: ১৪২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সবুজ গম্বুজ হলো সকল নয়নের আলো এবং সকল হৃদয়ের প্রশান্তি। সকল আশিকে রাসূল এই বিষয়ে প্রত্যাশী যে, জীবনে যেন অন্তত একবার অবশ্যই এই সবুজ গুম্বুজ ও মিনারের যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করে। মদীনা শরীফের সবচেয়ে বরকতপূর্ণ তথা সমগ্র বিশ্বের মহান দর্শণীয় স্থান হলো রাসূলের এই রওযাই। কোন এক আশিকে রাসূল কতইনা সুন্দর লিখেন:

এযায ইয়ে হাছিল হে তো হাছিল হে জমিঁ কো,
আফলাক পে তো গুম্বদে খাদ্বরা নেহিঁ কোয়ী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরশতুল্য বাসস্থান

মসজিদে নববী শরীফের পূর্ব দিকে এই নূরানী অংশটি অবস্থিত যেখানে রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শায়িত আছেন, এটি সেই হুজরায়ে মোবারকা যা মসজিদে নববী শরীফ প্রথমবার নির্মাণ কালেই নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বসবাসের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিলো এবং এখানেই উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا প্রায় ৯ বৎসর যাবৎ আপন মাথার মুকুট, ছাহেবে মেরাজ, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে উপস্থিত ছিলেন, এ কারণে একে হুজরায়ে আয়েশাও বলা হয়। চুনা ও মাটির নির্মিত দেওয়াল, খেজুরের ডাল ও পাতার ছাদ সম্বলিত সংক্ষিপ্ত আয়তনের এই ঘরটি হয়ত তখনকার দিনে মদীনা শরীফের একটি সাধারণ ভবনই ছিলো, এই মহত্বপূর্ণ ঘরটির ছাদ শরীফের উচ্চতা একজন মানুষের দৈর্ঘ্যের চেয়ে এক হাত পরিমাণ (অর্থাৎ প্রায় আধা গজ) বাড়তি ছিলো। পরবর্তীতে এর আশে-পাশে এমনি মোবারক হুজরা অন্যান্য

www.dawateislami.net

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ জন্য একের পর এক নির্মাণ করা হয়। হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: কিছু কিছু ঘর ছিলো কেবল খেজুরের ডালেরই, সেগুলো কম্বল দিয়ে ঢাকা ছিলো এবং দরজাতেও ছিলো কম্বলেরই পর্দা। সকল ঘরই ছিলো কিবলার দিকে এবং পূর্ব ও সিরিয়ার দিকে, পশ্চিম দিকে কোন ঘরই ছিলো না। কোন কোন ঘর কাঁচা ইটেরও ছিলো। **(জাযবুল কুলূব, ৯৭ পৃষ্ঠা)** যেসব আশিকে রাসূলের নিজের ঘর ছোট ও আটসাটোঁ অনুভব হয়, তাদের উচিৎ যেন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাসস্থানের কথা ভাবেন এবং নিজেরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা নেন।

খুসরভে কওন ও মকাঁ অওর তাওয়া'যু এ্যয়সী,
হাত তাকইয়া হে তেরা খাক বিছোনা তেরা।

(যওকে নাত, ২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হুজরা শরীফে ওফাত ও দাফন

প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই হুজরায়ে আয়েশাতেই প্রকাশ্য ওফাত গ্রহণ করেন, ঘরের যেই অংশটিতে ইন্তেকাল শরীফ হয়েছে, সেই ভাগ্যবান ভূখন্ডটিই রাসূল পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কবরে আনওয়ার হওয়ার এবং নূরানী শরীর মোবারককে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর ওফাত শরীফ পর্যন্ত এই হুজরা শরীফেই অবস্থান করেন।

www.dawateislami.net

শায়খাইনে করীমাইনের হুজরা শরীফেই দাফন

আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইন্তিকালের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওসীয়ত করেন যে, আমার জানাযার খাটটি রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার পবিত্র দরজার সম্মুখে নিয়ে রেখে আরয করবে: اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُوۡبَكۡرٍ بِالۡبَابِ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আবু বকর আপনার দরবারে এসে উপস্থিত।" যদি মোবারক দরজা নিজ থেকে খুলে যায়, তবে ভেতরে নিয়ে যাবে, নয়তো জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করে দেবে। ওফাতের পর ওসীয়ত অনুযায়ী পবিত্র রওযার সামনে জানাযার খাট মোবারক রেখে যখনই আরয করা হলো: "اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰهِ! আবু বকর দরবারে উপস্থিত।" দরজার তালা আপনা আপনি খুলে গেলো আর আওয়াজ আসতে থাকে: اَدۡخِلُوا الۡحَبِيۡبَ اِلَى الۡحَبِيۡبِ فَاِنَّ الۡحَبِيۡبَ اِلَى الۡحَبِيۡبِ مُشۡتَاقٌ অর্থাৎ প্রিয়তমকে প্রিয়তমের সাথে মিলিয়ে দাও, কারণ প্রিয়তমের জন্য প্রিয়তমের প্রবল আকাংখা রয়েছে। **(ইবনে আসাকির, ৩০তম খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। তাফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)** যেমনিভাবে খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশেই সমাহিত করা হয় এবং কবরটিকে এভাবে খনন করা হয়, যেন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মাথা মোবারক হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক কাঁধ বরাবরে আসে। অতঃপর প্রায় ১০ বৎসর পর যখন ইমামুল আদিলীন, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাহাদাত বরণ করলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও পবিত্র হুজরার ভিতরে খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাঁধের পাশেই সমাহিত হন।

www.dawateislami.net

ইয়া ইলাহী! আয পায়ে হযরাতে সিদ্দীক ও ওমর,
খাইর দে দুনিয়া কে আন্দর আখিরাত মাহমূদ কর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুজরা শরীফ দুই অংশে বিভক্ত ছিলো

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর হুজরা মোবারক দুইটি অংশে বিভক্ত ছিলো, একটি অংশ যেখানে ছিলো পবিত্র কবরসমূহ এবং অপরটি তাঁরই বাসস্থান ছিলো, দুই অংশের মাঝখানে একটি দেওয়াল ছিলো। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমার ঘরের যে অংশে রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) শায়িত রয়েছেন, সেই অংশে আমি এই অবস্থায় প্রবেশ করতাম যে, পর্দার প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না, আমি বলতাম যে, একজন তো আমারই স্বামী আর অপরজন আমার সম্মানিত পিতাই। যখন তাদের সাথে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাফন হলেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালার শপথ! হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি লজ্জার কারণে এমনভাবে প্রবেশ করতাম যে, আমি আমার শরীর ভালভাবে কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতাম।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১০ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৭১৮)

বুঝা গেলো যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিলো না যে, দুনিয়া থেকে আড়াল হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও শ্রদ্ধেয় আব্বাজান সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজ নিজ নূরানী রওযায় অবস্থান করেও আমাকে দেখছেন এবং একই আকিদা (বিশ্বাস) আমীরুল

www.dawateislami.net

মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারেও ছিলো। তাই তো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পবিত্র রওযায় সমাহিত হওয়ার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সেখানে প্রবেশ করার সময় বিশেষ ভাবে পর্দার প্রতি সজাগ থাকতেন। অথচ কবরের পাশে এভাবে পর্দা করার বিধান নাই।

মেরি মাদানী বেটিয়াঁ ইয়া রব! সভি পর্দা করেঁ,
সুন্নাতোঁ কি খুব খেদমত বেহরে সিদ্দীকা করেঁ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

শায়খাইন করীমাইনের পর কেউই এখানে দাফন হননি

শায়খাইন করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) এর পরবর্তীতে পবিত্র হুজরায় আর কারো সমাহিত হওয়ার সুযোগ হয়নি, যুন্নুরাইন, জামেউল কোরআন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাত যদিও মদীনা মুনাওয়ারাতেই হয়েছিলো, কিন্তু একটি ষড়যন্ত্রকারী দল হুজরা শরীফের ভেতর তাঁকে দাফন করতে দেয়নি, অতএব তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতেই দাফন করা হয়। পক্ষান্তরে মাওলা মুশকিল কুশা, হযরত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাত মদীনা শরীফ হতে অনেক দূরে কুফাতেই হয়েছিলো, তাই তাঁর দাফনও হুজরা মোবারকে হয়নি। যখন নবী দৌহিত্র, হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বিষ খাইয়ে শহীদ করা হয়, আর তাঁকে যখন হুজরা মোবারাকায় দাফন করার চেষ্টা করা হয়, তখন সেই সময়কার মদীনা শরীফের গভর্নর ছিলো মারওয়ান, যে আহলে বাইতের বিরোধীতা করতো,

www.dawateislami.net

সে সশস্ত্র বাধা প্রদান করল, অতএব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াবার জন্য হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে জান্নাতুল বাক্বীতেই দাফন করা হয়।

উহ হাসান মুজতাবা সাইয়্যিদুল আসখিয়া,
রাকিবে দোশে ইজ্জত পে লাখোঁ সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হুজরা মোবারকার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়

সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক, মাহবুবায়ে মাহবুবে রাব্বুল আলামীন, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর যখন ওফাত হয়, তখন তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয় এবং পবিত্র হুজরার দরজা মোবারকের বাহিরে একটি শক্ত দেওয়াল দিয়ে সেখানে প্রবেশের পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। উম্মুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ওফাতের পর সেই স্থানটিও খালি হয়ে গেলো, যেখানে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বসবাস করতেন, এখন হুজরায়ে মুনাওয়ারায় চতুর্থ কবরের জায়গা খালি রয়েছে। কিয়ামতের আগে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর আবির্ভাব হবে এবং ইন্তিকালের পর তাঁকে এই হুজরা পাকেই সমাহিত করা হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পবিত্র হুজরার দেওয়াল নির্মাণ

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে (প্রকাশ্য জীবনে) মহত্বপূর্ণ বাসস্থানের দেওয়াল পাকা ছিলো না, সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পাকা

www.dawateislami.net

দেওয়াল নির্মাণ করান, অতঃপর প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রথম হিজরি শতাব্দীতেই মসজিদে নববী শরীফ যখন নতুনভাবে নির্মাণ করলেন, তখন কালো পাথর দ্বারা (দরজা বিহীন) দেওয়াল বানিয়ে হুজরায়ে আয়েশার মূল ঘরটি সংরক্ষিত করে দেন এবং এর চতুর্দিকে পাঁচ কোণা দেওয়াল বানিয়ে দেন, যাতে কোন দরজা নাই।

জালী মোবারকের ইতিহাস

মাকসূরা শরীফ লোহা ও পিতলের সেই জালী মোবারককে বলা হয়, যা কবর মোবারকের চতুর্দিকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কর্তৃক নির্মিত পাঁচকোণা দেওয়ালটির পাশে স্থাপন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মিসরের সুলতান রোকনুদ্দীন বাইবরস ৬৬৮ হিজরিতে কাঠের জালী মোবারক নির্মাণ করেছিলেন, তখন এর উচ্চতা দুইটি মানুষের দেহের উচ্চতার সমান ছিলো। অতঃপর শাহ্ যয়নুদ্দীন কাতবুগা ৬৯৪ হিজরিতে এর উপরে আরো জালী বাড়িয়ে দেন, যা ছাদের সাথে গিয়ে লেগেছিলো। ৮৮৬ হিজরি সনে আগ্নিকান্ডের দূর্ঘটনায় এই জালী মোবারক শহীদ হয়ে গেলে সুলতান কায়েতবাঈ লোহা আর পিতলের জালী তৈরি করে দেন, যাতে পিতলের জালীগুলো কিবলার দিকে আর লোহার জালীগুলো বাকি তিন দিকে স্থাপন করা হয়। মাকসূরা শরীফে কয়েকটি দরজা রয়েছে: একটি কিবলার দেওয়ালে, যার নাম ‘বাবুত তাওবা’, একটি পশ্চিমের দেওয়ালে, যাকে ‘বাবুল ওয়াফূদ’ বলা হয়, একটি পূর্বের দেওয়ালে, যার নাম ‘বাবে ফাতেমা’ আর একটি উত্তরের দেওয়ালে, যাকে ‘বাবুত তাহাজ্জুদ’ বলা হয়। বাবে ফাতেমা ব্যতীত সব

www.dawateislami.net

কটি দরজা সর্বদা বন্ধই থাকে, বাবে ফাতেমাটিও তখনই খোলা হয়, যখন কোন দেশের রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রীয় মেহমান আসেন। এরা মাকসূরা শরীফে অর্থাৎ জালী মোবারকের ভেতর প্রবেশ করলেও পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। কেননা, সেখানে প্রবেশ করার কোন দরজাই নাই। পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালের চার পাশে বড় বড় পর্দা টাঙ্গানো রয়েছে।

তিনটি কবরেরই নকল ছবি

বর্তমানে তিনটি কবর বিশিষ্ট ক্যালিওগ্রাফি বাজারে বেচা-কেনা হয়, যাতে একটি কবর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং দুইটি শায়খাইনে করীমাইনের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলে বলা হয়ে থাকে, এসব নকল ছবি। কেননা তিনটি কবরই পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালের ভেতরে অবস্থিত এবং ভেতরে যাওয়ার কোন রাস্তাই নাই। যখন প্রকাশ্যভাবে এই মোবারক কবরগুলো দেখা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে এই ছবিগুলো কোত্থেকে এবং কীভাবে আসলো?

হিজর ও ফিরাক মেঁ জো ইয়া রব! তড়প রাহে হেঁ,
উন কো দেখা দে মাওলা মিঠে নবী কা রওযা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নূরানী রওযায় পবিত্র গম্বুজ নির্মাণ

হুজরায়ে মোবারাকার উপরে প্রথমে কোন প্রকার গম্বুজ ছিলো না, ছাদের উপরে শুধুমাত্র একজন মানুষের শরীরের অর্ধেক পরিমাণ উচ্চতার চারটি দেওয়াল ছিলো, যাতে যদি কেউ কোন কারণে মসজিদে নববী শরীফের ছাদে যায়, সে যেন এটি বুঝতে পারে যে, সে অত্যন্ত আদবের

www.dawateislami.net

জায়গাতেই রয়েছে আর ভূলেও যেন এর উপর না উঠে। এখানে এই বিষয়টি আকর্ষণ থেকে খালি নয় যে, আব্বাসী খেলাফতের শুরুর দিকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাযারগুলোতে গম্বুজ বানানোর রীতি প্রবর্তিত হলো এবং পরে দেখতে দেখতেই বাগদাদ শরীফ ও দামেশকে গম্বুজ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মাযারগুলোরও অংশ হয়ে গেলো। বাগদাদ শরীফে ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারেও সালজুকী সুলতান মালেক শাহ্ হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে গম্বুজ বানিয়ে দেন। পরবর্তীতে এই নির্মাণ-রীতি মিসরে খুবই প্রসারতা লাভ করে এবং সেখানে সামান্য সময়ের ব্যবধানেই অনেক মাযারেই গম্বুজ তৈরি হয়ে গেলো। যখন কালাউন বংশীয় যুগ এলো, তখন গম্বুজ প্রায় সব মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রসার হয়ে গিয়েছিলো। মিসরের যেহেতু এই নির্মাণ-শৈলী খুবই জনপ্রিয় ছিলো, সেহেতু সুলতান মনসুর কালাউন যখন রওযায়ে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রথমবার গম্বুজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন মিসরীয় স্থপতিদের খেদমত গ্রহণ করা হলো, যারা তাদের নিপুন নির্মাণ-শৈলী কাজে লাগিয়ে ৬৭৮ হিজরি সনে হুজরা শরীফের উপর কাঠের তক্তার সাহায্যে একটি দৃষ্টিনন্দন গম্বুজ তৈরি করেন। রওযায়ে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এই গম্বুজ শরীফটি এতই আকর্ষণীয় হলো যে, মদীনার যিয়ারতকারীদের চোখেরই যেন মণিতে পরিণত হয়ে গেলো।

ইলাহী তো আতা কর দেয় হামেঁ ভি ঘর মদীনে মেঁ
ওয়াসীলা তুঝ কো বু বকর ও ওমর, ওসমান ও হায়দার কা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বড় ও ছোট গম্বুজ শরীফ নির্মাণ

প্রথম গম্বুজ শরীফটি প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত আশিকানে রাসূলের চোখকে শীতল করতে থাকে। অতঃপর সময়ের আবর্তনে সীসা ছড়ানো কাঠের কিছু তক্তা দুর্বল হয়ে পড়ে, অতএব সুলতান নাসির হাসান বিন মুহাম্মদ কালাউন গম্বুজ শরীফের কিছু সংস্কার করেন, পরে সুলতান আশরাফ শাবান বিন হোসাইন বিন মুহাম্মদ ৭৬৫ হিজরিতে আরো কিছু "খেদমত" করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এতে আরো এক শতাব্দী কেটে গেলো, এবার গম্বুজ শরীফটি আরো বড় আকারে "খেদমত" বা নতুন সুত্রে বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং পাশাপাশি পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালটিরও পুনঃ "খেদমতের" প্রয়োজন অনুভব হয়, যা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবুদল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুলতান আশরাফ কায়েতবাঈ প্রথমে তাঁর একজন প্রতিনিধিকে এর ব্যাপারে যাচাই বাচাই করার কাজে লাগালেন। সেই প্রতিনিধির রিপোর্ট অনুযায়ী পবিত্র হুজরার দেওয়ালগুলোর "খেদমত" করা বিশেষ প্রয়োজন ছিলো এবং বিশেষ করে পাঁচকোণা বিশিষ্ট দেওয়ালের পূর্ব দিকের দেওয়ালটিরও। কেননা, এতে কিছু ফাঁটল দেখা দিয়েছিলো। অতএব, ১৪ই শাবানুল মুয়াজ্জম ৮৮১ হিজরিতে পাঁচকোণা শরীফের দুর্বল অংশটি খুলে ফেলা হয়, পাশাপাশি পবিত্র হুজরার পুরাতন ছাদ শরীফটিও সরানো হলো এবং পূর্ব দিকের প্রায় এক তৃতীয়াংশের উপর ছাদ ঢালাই করা হলো, যা মাটির ঘরের মতো মনে হতো, আর বাকি দুই অংশে ছাদের ব্যবস্থা করা হয়নি বরং এর উপর তিনটি মোবারক কবরের মাথার দিকে নকশা করা পাথর দিয়ে বানানো একটি ছোট কিন্তু উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গম্বুজ হুজরা শরীফের উপর নির্মাণ করে দেওয়া হয়, এর উপর সাদা মর্মর পাথর

www.dawateislami.net

লাগানো হয় আর পিতলের চাঁদ স্থাপন করা হয়। এর উপর মসজিদে নববী শরীফের ছাদকে আরো উঁচু করে দেওয়া হয়, যাতে এই ছোট গম্বুজটি তার চাঁদ সহ মসজিদে করীমের ছাদ শরীফের নিচে চলে আসে। অতঃপর এর উপর বড় গম্বুজ শরীফটি নির্মাণ করা হয়। ১৭ই শাবানুল মুয়াজ্জম ৮৮১ হিজরিতে হুজরা শরীফের "খেদম" ও নবায়নের কাজ শুরু হয় এবং দুই মাসেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, এ কাজ ৭ই শাওয়ালুল মুকাররাম ৮৮১ হিজরিতে শেষ হয়। সুলতান কায়তবাঈ ২২শে জিলহজ্ব ৮৮১ হিজরি সনে মদীনা শরীফে উপস্থিত হলেন এবং তিনি সেই স্থানে দাঁড়িয়েই হাজিরী দিলেন যেখানে দাঁড়িয়ে সাধারণ লোকজন সালাম আরয করে থাকেন (অর্থাৎ পবিত্র জালী মোবারকের সামনে দাঁড়িয়েই মুয়াজাহা শরীফের সামনে থেকে)। তাঁকে জালী মোবারকের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য বলা হলে তিনি বললেন: আমি এর উপযুক্ত নই! যদি সম্ভব হত তবে আমি মুয়াজাহা শরীফ থেকেও দূরে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করতাম।

না হাম আনে কে লায়েক থে না কাবিল মুঁহ দেখানে কে,
মগর উন কা করম বান্দা নাওয়ায ও বান্দা পরওয়ার হে।

(যওকে নাত, ২৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আযানের সময় মুয়াজ্জিনের উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত হলো

১৩ই রমযানুল মোবারক ৮৮৬ হিজরিতে মদীনার পূর্বাকাশ মেঘলা ছিলো, মুয়াজ্জিন সাহেব যথারীতি প্রধান মিনারের উপর আযান দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠেছিলেন এমন সময় হঠাৎ একটি বজ্র তার উপর এসে পড়ল,

www.dawateislami.net

মুয়াজ্জিন সাহেব ঘটনাস্থলেই শহীদ হন আর প্রধান মিনারটি মসজিদে নববী শরীফের দিকে পড়ে যায়, পবিত্র মসজিদে আগুন জ্বলে উঠল, হঠাৎ আগুনের লেলীহান শিখার কবলে পড়ে আরো দশজন ব্যক্তি প্রাণ হারান, আগুন ও মিনারটি পড়ে যাওয়ার কারণে গম্বুজ শরীফেরও "কষ্ট" অনুভূত হলো এবং কিছু ধ্বংসাবশেষ পবিত্র হুজরার ভেতরেও হাজিরী দিতে পৌঁছে গেলো, তবে হুজরা শরীফ "কষ্ট" পাওয়া থেকে নিরাপদ ছিলো। যদিও তাৎক্ষণিক ভাবে জরুরি ভিত্তিতে "নিমার্ণের খেদমত" করে দেওয়া হয়, তবে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সহকারে সুলতান কায়েতবাঈর নিকট রমযানুল মোবারকের ১৬ তারিখে দূত মারফত বার্তা পাঠানো হয়। সুলতান মিসর থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং এক'শরও বেশি স্থপতি, কারিগর ও শ্রমিক মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দিলেন। কাজ শুরু করে দেয়া হলো, বাইরের গুম্বদ শরীফটি যেটি বেশি "কষ্ট" পেয়েছিলো, তা সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া হলো, সুলতান কায়েতবাঈর নির্দেশে ৮৯২ হিজরি সনে বাইরের দিকে নতুন একটি গম্বুজ শরীফ নির্মাণ করা হয়, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী দাঁড়িয়ে আছে।

সবুজ গম্বুজ কখন নির্মাণ করা হয়

কোন বিশেষ প্রয়োজনে তুর্কী সুলতান মাহমুদ বিন আব্দুল হামীদ খান সুলতান কায়েতবাঈ কর্তৃক নির্মিত গম্বুজ শরীফটি শহীদ করে দিয়ে ১২৩২ হিজরিতে দ্বিতীয় বারের মত গম্বুজ তৈরি করেন। ১২৫৩ হিজরি মোতাবেক ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সেটিকে সবুজ রং করা হয় এবং এই সবুজ রঙের কারণেই একে গুম্বদে খদ্বরা বা সবুজ গম্বুজ বলা হয়। এতে ৬৭টি আলোকবর্তিকা রয়েছে। সেগুলোর কিছু গোলাকৃতির আর বাকিগুলো চতুর্ভূজাকৃতির।

www.dawateislami.net

গুম্বদে খদ্বরা খোদা তুঝ কো সালামত রাখে
দেখ লেতে হেঁ তুঝে পিয়াস বুঝা লেতে হেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুইটি গম্বুজেই একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়েছে

নিচের গম্বুজ শরীফটির উপরে এমন একটি ছিদ্র রাখা হয়েছে যা কবর শরীফ ও আসমানের মাঝখানে কোন কিছু বাঁধা থাকে না, এতে একটি সূক্ষ্ম জালী বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে কবুতর ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে। আর ঠিক অনুরূপ ভাবেই এর সোজা উপরে সবুজ গম্বুজের দক্ষিণ দিকে চাঁদের নিচেও ছিদ্র রাখা হয়েছিলো, কখনো যদি অনাবৃষ্টি হত তখন মদীনাবাসীরা সেই 'রওযন শরীফটি' (ছিদ্রটি) উম্মুক্ত করে দিতেন, যখনই রোদের কিরণ পবিত্র হুজরার ভেতরে হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করত, মেঘ পানি নিয়ে উপস্থিত হতো এবং মদীনাবাসীদের জন্য রহমতের বৃষ্টি বর্ষন করত। এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বাদল গিরে হুয়ে হেঁ বারিষ বরস রাহি হে,
লাগতা হে কিয়া সুহানা মিঠে নবী কা রওযা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গম্বুজ শরীফের বিভিন্ন রং

গম্বুজ শরীফটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙের কারণে এই রঙের সাথে সম্পৃক্ততার প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন, এটি যখন সাদা ছিলো তখন একে 'কুব্বাতুল বয়দ্বা' বলা হত, যখন নীল রঙ হলো, তখন একে 'কুব্বাতুয

www.dawateislami.net

যারকা' বলা হত, এবং পরবর্তীতে ১২৫৩ হিজরি মোতাবেক ১৮৩৭ ইংরেজী সন থেকে আজ পর্যন্ত সবুজ রঙের কারণে এটি 'কুব্বাতুল খাদ্বরা' (অর্থাৎ সবুজ গম্বুজ) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, খুবই আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত এবং আশিকে রাসূলের চোখের মণিতে পরিনত হয়েছে, সারা দুনিয়ার সমস্ত আশিকে রাসূল একে খুবই ভালবাসে এবং এর একটি নিদর্শন হলো, সারা দুনিয়ার অসংখ্য মসজিদের গুম্বদ 'গুম্বদে খাদ্বরা'র অনুকরণে সবুজ রং দিয়ে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। অনেক মসজিদে তো গম্বুজের আকার-আকৃতিতে এবং সবুজ রঙের আভাতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রাখা হয়, উদাহরণ স্বরূপ বাবরী চক বাবুল মদীনা করাচীতে অবস্থিত মসজিদে কানযুল ঈমানের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজটি।

কেয়সা হে পেয়ারা পেয়ারা ইয়ে সবজ সবজ গুম্বদ,
কিতনা হে মিঠা মিঠা মিঠে নবী কা রওযা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে নববীর রহমতের ৮টি স্তম্ভ

মসজিদে নববী শরীফের রহমতে পরিপূর্ণ ৮টি স্তম্ভের বিশেষ ফযীলত রয়েছে, এগুলোর উপর এগুলোর নামও লেখা আছে এবং 'রওজাতুল জান্নাহ'র (জান্নাতের বাগান) মধ্যেকার ৬টি স্তম্ভেরই যিয়ারত করা সম্ভব, দুইটি স্তম্ভ যেহেতু বর্তমানে পবিত্র হুজরার ভেতরেই রয়েছে, সেহেতু এগুলো যিয়ারত করা কঠিন। স্তম্ভকে আরবিতে اُسْطُوَانَه 'উস্তুয়ানা' বলে। ৮টি 'উস্তুয়ানা'র বিস্তারিত বিবরণ হলো:

www.dawateislami.net

(১) উস্তুয়ানায়ে হান্নানা

এই রহমতের স্তম্ভটি মেহরাবে নববীর ডান পাশে একেবারেই লাগানো। 'নূরানী মিম্বর' তৈরি হওয়ার পূর্বে রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেজুরের একটি কান্ডের সাথে হেলান দিয়ে খোৎবা পেশ করতেন। যখন মিম্বরটি বানানো হলো এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে তাশরীফ রেখে খোৎবা শুরু করলেন, তখন সেই খেজুরের কান্ডটি প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহে ফেটে যায় আর চিৎকার করে কান্না করে এবং গর্ভবতী উটের ন্যায় চিৎকার করতে থাকে, এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলেও কান্না জুড়ে দিলো। প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বর থেকে নেমে সেই খেজুরের কান্ডটিতে হাত বুলিয়ে দিয়ে ইরশাদ করলেন: "তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে তোমার স্থান ফিরিয়ে দেব, যেমনটি তুমি পূর্বে ছিলে, তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে জান্নাতে লাগিয়ে দেব, যেন জান্নাতবাসীরা তোমার ফল খেতে থাকে।" কিছুক্ষণ পর প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: "সে জান্নাতকেই বেছে নিয়েছে।" এই কান্না করার কারণে স্তম্ভটির নাম হয়ে যায় 'হান্নানা'। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখনই এই ঘটনাটি শুনতেন খুবই কান্না করতেন আর বলতেন: হে লোকেরা! প্রাণহীন একটি খেজুরের কান্ড যদি নবীর বিরহে কান্না করতে পারে, তাহলে তোমরা কি কান্না করতে পার না? **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) উস্তুয়ানায়ে আয়েশা

এই রহমতের স্তম্ভটি রওযায়ে আনওয়ার থেকে তৃতীয় নম্বরে রয়েছে এবং নূরানী মিম্বর থেকেও তৃতীয় নম্বরে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এখানে অনেক বার নামায আদায় করেছেন এবং নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় এখানেই তাশরিফ রাখতেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা)**

লোকেরা যদি জানতে পারে তবে লটারী করবে

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا একবার মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ বর্ণনা করেন: "মসজিদে নববী শরীফে এমন একটি স্থান রয়েছে যা অনেক বেশি বরকতময়, যদি লোকেরা জানতে পারে, তবে সেখানে নামায আদায়ের জন্য ভিড় হওয়ার কারণে লটারীর ব্যবস্থা করতে হতো!" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট সেই স্থানটির পরিচয় জানতে চান, কিন্তু তিনি তা বলতে অস্বীকৃতি জানান, পরবর্তীতে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জোরাজোরি কারণে তিনি সেই স্থানটি চিহ্নিত করে দিলে সাথে সাথে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেখানে পৌঁছে যান এবং নফল নামায আদায়ে লিপ্ত হয়ে যান। অনুরূপ ভাবে সাহাবায়ে কিরামগণও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সেই রহমতের স্তম্ভটি সম্পর্কে জেনে যান। এই কারণেই একে 'উস্তুয়ানায়ে আয়েশা' বলা হয়ে থাকে। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী এই জায়গাটি দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) উস্তুয়ানায়ে তাওবা

এই রহমতের স্তম্ভটি পবিত্র নূরানী কবর থেকে দ্বিতীয় এবং মিম্বরে মুনাওয়ারা থেকে চতুর্থ নম্বরে। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় সময় এখানে নফল নামায আদায় করতেন। মুসাফির বা মেহমানরাও এখানে এসে অবস্থান করতেন। এই স্থানে তাশরিফ রেখেই প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফকীর-মিসকীন হযরতদের মাঝে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং ইসলামী বিধি-বিধানের শিক্ষা দিতেন। এই স্তম্ভটির অপর নাম 'উস্তুয়ানায়ে আবু লুবাবা'। একটি ভুলের জন্য তাওবা কবুল হওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু লুবাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজেকে এই রহমতের স্তম্ভটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন এবং আর শপথ করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হাতে তাঁকে মুক্ত করে দেবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তও হব না, পানাহারও করবো না, ব্যস এই অবস্থায় মরে যাব বা আমার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। তাঁকে শুধুমাত্র নামায ও অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনে খুলে দেয়া হত, তিনি প্রায় সাত দিন সেখানে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন, কিছু খানও নি, কিছু পানও করেননি, অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর তাওবা কবুল করে নেন এবং মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের মোবারক হাতে মুক্ত করে দেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪২, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)**

(৪) উস্তুয়ানাতুস সারীর

এই রহমতের স্তম্ভটি উস্তুয়ানায়ে তাওবার পূর্ব দিকে জালী মোবারকের সাথে লাগানো। তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ইতিকাফের জন্য মসজিদে নববী শরীফে অবস্থান করতেন তখন কখনো

www.dawateislami.net

কখনো এই স্থানটিতে ‘সারীর’ অর্থাৎ খাট বিছাতেন, যা খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরী ছিলো। আর বেশির ভাগ রাতে চাটাইয়ে আরাম করতেন।

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা। জযবুল কুলূব, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) উস্তুয়ানাতুল হারাস

একে ‘উস্তুয়ানাতুল হারাস’ কিংবা ‘উস্তুয়ানায়ে আলী’ও বলা হয়ে থাকে। হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রায় সময় এখানে নফল নামায আদায় করতেন আর রাতের বেলায় মাহবুবে বারী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাহারাদারীর খেদমত করতেন (অর্থাৎ পাহারা দিতেন)। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪৮, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) উস্তুয়ানায়ে উফূদ

এই রহমতের স্তম্ভটি উস্তুয়ানাতুল হারাসের পিছনে অবস্থিত। যখন কখনো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবীর দরবারে আসতেন তখন আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় এই জায়গাটিতেই তাশরিফ রেখে তাদেরকে নিজের যিয়ারত দ্বারা ধন্য করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামগণও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশে-পাশে বসতেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)**

ইক সামত আলী! ইক সামত ওমর, সিদ্দীক ইধার ওসমান উধার,
ইন জগমগ জগমগ তারোঁ মেঁ মাহতাব কা আলম কিয়া হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭) উস্তুয়ানায়ে জিবরাঈল

হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام প্রায় সময় এখানেই ওহী নিয়ে অবতরণ করতেন। এই মোবারক স্তম্ভটি সাইয়েদা বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর হুজরা মোবারকার সাথে লাগানো এবং 'সুফফা শরীফের' ঠিক সম্মুখে অর্থাৎ কিবলার দিকে সবুজ জালী মোবারকের ভিতরে। **(জাযবুল কুলূব, ৯৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৮) উস্তুয়ানায়ে তাহাজ্জুদ

এই স্থানে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনেকবার তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন, এই রহমতের স্তম্ভটি 'সুফফা শরীফে'র সম্মুখে কিবলার দিকে হুজরায়ে ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পেছনে সবুজ জালীর উত্তর দিকে ভেতরে। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা)** বাইরে কোরআন শরীফ রাখার জন্য আলমারী থাকার কারণে এর যিয়ারত করা কঠিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অন্যান্য স্তম্ভগুলোও বরকতময়

মসজিদে নববী শরীফের উক্ত ৮টি বরকতময় স্তম্ভ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ, কিন্তু অন্যান্য স্তম্ভগুলোও বরং সমগ্র মসজিদ শরীফই বরকতপূর্ণ। পুরাতন মসজিদে নববী শরীফের প্রতিটি স্তম্ভের উপরই নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক দৃষ্টি পড়েছে এবং কোন স্তম্ভ এমন নাই যার পাশে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নামায আদায় করেননি। সহীহ বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বড় বড় সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেখেছি যে, মাগরিবের সময় তাঁরা স্তম্ভগুলোর দিকে অগ্রসর হতেন অর্থাৎ তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতেন। **(বুখারী, ১ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০৩)**

মেরাজ কা সমাঁ হে কাহাঁ পোঁছে যায়েরো!
কুরসী সে উঁচি কুরসী ইসি পাক ঘর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রওযাতুল জান্নাহ (জান্নাতের বাগান)

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর হুজরা শরীফ (যেখানে হুযুর পুর নূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার শরীফ বিদ্যমান রয়েছে) এবং নূরানী মিম্বর শরীফের (যেখানে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খোৎবা প্রদান করতেন) মধ্যবর্তী অংশ যার দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ১৫ মিটার। এটিই ‘রওযাতুল জান্নাহ’ বা জান্নাতের বাগান। যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণী: مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَ مِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য হতে একটি বাগান। **(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৯৫)** সাধারণ কথাবার্তায় লোকেরা একে ‘রিয়াজুল জান্নাহ’ বলে। কিন্তু শব্দটি হচ্ছে ‘রওযাতুল জান্নাহ’।

ইয়ে পেয়ারি পেয়ারি কিয়ারি তেরে খানা বাগ কি,
সর্দ ইস কি আব ও তাব সে আতশ সকর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মেহরাবে নববী

মসজিদে নববী শরীফে এটি লেখা পর্যন্ত চারটি মেহরাব আপন আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। (১) মেহরাবুন্নবী (২) মেহরাবে ওসমানী (৩) মেহরাবে তাহাজ্জুদ এবং (৪) মেহরাবে সুলায়মানী। এখানে শুধুমাত্র মেহরাবুন্নবীর আলোচনাই করা হচ্ছে: তাহবীলে কিবলা (অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের) আদেশ নাযিল হওয়ার পর ১৪ কি ১৫ দিন যাবৎ ইমামুল আম্বিয়া হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববী শরীফে সুতুনে আয়েশার (আয়েশা স্তম্ভ'র) পাশে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে থাকেন। অতঃপর ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জম ২য় হিজরিতে 'সুতুনে হান্নানা'র স্থানে দাঁড়িয়ে সৌভাগ্য দান করলেন, এই মেহরাব শরীফটি এই জায়গাটিতে কাবা শরীফের 'মীযাবে রহমত' এর দিকে নির্মিত হয়েছে। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং খোলাফায়ে রাশেদ্বীনদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সোনালী যুগে মেহরাবের বর্তমান পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো না, তা প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের নির্দেশে ৮৮ হিজরি সনে (৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে) উদ্ভাবন করেন এবং এটি হলো সেই "বিদআতে হাসানা" যা সমস্ত উম্মতগণ গ্রহণ করে নিয়েছেন আর বর্তমানে দুনিয়ার সকল মসিজদেই মেহরাবগুলো হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উদ্ভাবন থেকেই বরকত লাভ করেছে। এতে এই শিক্ষাও রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামগণের যুগে কোন কিছু বিদ্যমান না থাকা, সেটিকে না-জায়িয করে দেয় না। যেমন, এই মেহরাবের প্রচলন, মার্বেল পাথরের মিম্বর, মসজিদে গম্বুজ ও মিনার, সবুজ গম্বুজ ও মিনার, আউলিয়াদের কবরের উপর ভবন ও গম্বুজ নির্মাণ, খতমে বুখারী, মাইকে আযান ও খোৎবা, আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ

www.dawateislami.net

করা, প্রতি বৎসর জশনে মিলাদের ধুমধাম, গেয়ারভী শরীফ, বুযুর্গানে দ্বীনের ওরস ইত্যাদি।

মেহ্‌রাব ও মিম্বর অউর উহ্ হারিয়ালী জালিয়াঁ,
অউর মসজিদে হাবীব কা জলওয়া নসিব হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিম্বরে রাসূল

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) مِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ অর্থাৎ আমার মিম্বরটি আমার হাওজেরই (অর্থাৎ হাওজে কাওছরের) উপরে। **(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৯৬)** মিম্বর শরীফের যে গোলাকৃতির উপর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত রাখতেন, বরকতের জন্য সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সেটিতে নিজেদের হাত বুলাতেন। **(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা)** (২) مِنْبَرِىْ عَلٰى تُرْعَةٍ مِّنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ আমার মিম্বরটি জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগানের উপর অবস্থিত।

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৬)

মূল মিম্বরটি ছিলো কাঠের

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য সর্বপ্রথম মিম্বর নির্মাণ করা হয়েছিলো ৮ম হিজরি সনে, এর তিনটি ধাপ (সিঁড়ি) ছিলো। যখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী মিম্বরে আরোহন করতেন তৃতীয় ধাপটিতেই বসতেন এবং দ্বিতীয় ধাপে পা মোবারক রাখতেন। প্রিয় নবী, হুযুর আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিম্বর শরীফে দৈর্ঘ্য ছিলো দুই হাত এবং প্রস্থে ছিলো এক হাত আর প্রতিটি ধাপের প্রস্থ ছিলো এক বিঘত। **(জাযবুল**

www.dawateislami.net

কুলুব, ৯০ পৃষ্ঠা) মাঝখানের যে অংশটিতে তিনি হেলান দিতেন তার দৈর্ঘ্য ছিলো এক হাত আর যে অংশে তিনি খোৎবা দেয়ার জন্য বসার সময় হাত মোবারক রাখতেন তা এক বিঘত ও দুই আঙ্গুল পরিমাণ উঁচু ছিলো। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, ৪০০, ৪০২ পৃষ্ঠা)** নূরানী মিম্বরটির তিন দিকেই পাঁচটি কাঠ ব্যবহৃত হয়েছিলো। পবিত্র মিম্বরের এই ধরণটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরবর্তীতে সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর, সায়্যিদুনা ফারুকে আযম, সায়্যিদুনা ওসমান গণী এবং হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن এর যুগেও বহাল ছিলো। **(জাযবুল কুলুব, ৯০ পৃষ্ঠা)** বর্তমান যুগের মার্বেল পাথরের মিম্বর 'সাহাবাদের যুগে' না হওয়া সত্ত্বেও জায়েয।

ছুপ ছুপ কে দেখোঁ মিম্বরে আকদাস কি ফের বাহার,
শায়েদ কাভি তো শাহ্ কা জলওয়া নসীব হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিলালের আযান দেওয়ার স্থান খুঁজে বের করা সম্ভব নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে নববী শরীফের ভেতরে রওযাতুল জান্নাতে বিদ্যমান মিম্বর শরীফের একেবারে সম্মুখে আটটি স্তম্ভের উপর মার্বেল পাথরের দৃষ্টি নন্দন এক চত্বর রয়েছে, একে 'মুকাব্বেরিয়া' বলা হয়, এখানে দাঁড়িয়েই আযান ও ইকামত দেওয়া হয়। একথা মনে রাখবেন! এই জায়গাটিতে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আযান দেওয়ার প্রমাণ নাই। **(জুস্তজোয়ে মদীনা, ৫১৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোথায় দাঁড়িয়ে আযান দিতেন সেই স্থান নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। এর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করুন: আযানের বিধান প্রচলন হওয়ার পর প্রথম প্রথম হযরত সায়্যিদুনা বিলাল ইবনে রাবাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে নববী শরীফের নিকবর্তী একটি উঁচু ঘরের ছাদে গিয়ে আযান দিতেন, কিন্তু পরে তাঁর জন্য কাঠের নির্মিত একটি টুল বানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, যাতে দাঁড়িয়ে ততদিন পর্যন্ত আযান দিতে থাকেন, যতদিন পর্যন্ত তিনি দামেশকে চলে যাননি। এই টুলটিকে হুজরায়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা বিনতে ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ছাদে রেখে দেয়া হয়, যেটির উপর দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হত। পরবর্তীতে ওমর ফারুকের পরিবারেরা সেটিকে সায়্যিদুনা হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ্ হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর তাবাররুক ও নিদর্শন স্বরূপ সংরক্ষণ করে রাখেন, যা শতাব্দী কাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিলো। কুতুবুদ্দীন হানাফী (ওফাত ৯৯০ হিজরি) তার মদীনার ইতিহাসে এই কথার সত্যায়ন করছেন যে, তাঁর সময়েও সেই টুলটি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিদর্শন রূপে সংরক্ষিত ছিলো, অতঃপর যখন ওমর পরিবারের ঘরটিকে মাদরাসায় রূপান্তরিত করে দেওয়া হলো, তখনও সেই বরকতপূর্ণ নিদর্শনটি বহাল ছিলো, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেটি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ছুফফা শরীফ

ছায়াঘন ও ছায়া সম্পন্ন স্থানকে ছুফফা বলা হয়। মসজিদে নববী শরীফের বাবে জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام দিয়ে প্রবেশ করে কয়েক কদম যাওয়ার

www.dawateislami.net

পর হাতের ডান দিকে ছুফফা শরীফ আপন আলো ছড়াচ্ছে। ছুফফাটি মাটি থেকে আধা মিটার উঁচুতে অবস্থিত, এর দৈর্ঘ্য ১২ মিটার এবং প্রস্থ ৮মিটার এবং এর চার পাশে প্রায় দুই ফুট উঁচু পিতলের জালীর সুন্দর বেষ্টনী বানানো, এখানে যিয়ারতকারীরা কোরআন শরীফও তিলাওয়াত করেন এবং নামাযও আদায় করেন। এটিই সেই জায়গা যেখানে গরীব মুহাজির সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان একটি দল ইসলামী শিক্ষা লাভ এবং অন্তরের পবিত্রতা ও পরিছন্নতা অর্জনের জন্য সকাল-সন্ধ্যা অবস্থান করতেন। তাঁদের সংখ্যা ৭০ জন থেকে ৪০০ জনের মধ্যে ছিলো। তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যখন কোন সদকা উপস্থিত হত তখন তা আসহাবে ছুফফাদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং যদি কোথাও থেকে হাদিয়া (উপহার ও নজরানা) এলে তা তিনি নিজেও খেতেন এবং আসহাবে ছুফফাদেরকেও عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان দিতেন। ইলমে দ্বীনের এই আগ্রহীরা অত্যন্ত সাদাসিধে গরীব ও মিসকীনই হতেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি ৭০ জন আসহাবে ছুফফাকে দেখেছি যাঁদের নিকট চাদরও ছিলো না, শুধুমাত্র একটি তেহবন্দ বা কম্বল ছিলো, যা নিজের কাঁধের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে নিতেন এবং তাও এতই ছোট হত যে, কারো হাটুর অর্ধেক পর্যন্ত ঢাকত আবার কারো গোড়ালী পর্যন্ত আর সেটিকে হাত দিয়ে ধরে রাখতেন যেন সতর খুলে না যায়। **(বুখারী, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪২)**

সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলতেন: শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই! আমি অনেক সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেট আর বুককে মাটির

www.dawateislami.net

সাথে লাগিয়ে দিতাম এবং কখনো কখনো পেটে পাথর বেঁধে নিতাম যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি। **(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৫২)**

রাহমাতুল্লিল আলামীন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইলমে দ্বীনের এসব আশিকদের সাহস যোগাতে গিয়ে আন্তরিক প্রেমময় প্রশংসামূলক বাক্য দ্বারা দয়া করে তাঁদের ইরশাদ করেন: "যদি তোমরা জানতে পারতে যে, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য কী কী নেয়ামত সমূহ তৈরি করে রেখেছেন, তা হলে তোমরা কামনা করতে যে, আহ! এই অভাব-অনটনের অবস্থা যদি আরো দীর্ঘায়িত হত!"

(তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৭৫)

জুস্তজো মেঁ কিউঁ ফেরেঁ মাল কি মারে মারে,
হাম তো সরকার কে টুকড়োঁ পে পালা করতে হেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net